

বিশেষ সম্মাননা পেলেন শক্তি ফাউন্ডেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইমরান আহমেদ



ক্ষুদ্রঋণ খাতে ডিজিটাল সেবা চালু এবং সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আর্থিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখায় জনাব ইমরান আহমেদ লাভ করেছেন "অ্যাওয়ার্ড ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস"। ব্যাংকার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (BWAB)-এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভায়, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট কাজী মো. শফিকুর রহমান তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

সহজ ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবার মাধ্যমে প্রান্তিক নারীদের পাশে থাকার এই উদ্যোগ আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। ১৯৯২ সাল থেকে হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি এর হাত ধরে শুরু হওয়া শক্তি ফাউন্ডেশন সবসময়ই নারীদের স্বাবলম্বী করতে কাজ করে যাচ্ছে। জনাব ইমরান আহমেদের এই অর্জন সেই প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে মিয়াওয়াকি আরবান ফরেস্ট



বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএডভান্টেজড উইমেন, Mutual Trust Bank PLC -এর সহযোগিতা এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) -এর সার্বিক সহায়তায় উত্তরা সেক্টর-১৭ লেকসাইড এলাকায় উদ্বোধন করা হয়েছে ঢাকার দ্বিতীয় মিয়াওয়াকি আরবান ফরেস্ট।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজউকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএডভান্টেজড উইমেন-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজউকের সদস্য (পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূঁইয়া, প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প ও নকশা) জনাব মো. মুজাফফর উদ্দিন, প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) জনাব মো. আমিনুর রহমান, মিউচুয়াল

ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি-এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হোলসেল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান জনাব মোহাম্মদ মামুন ফারুক, এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তুরাগ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোস্তাফিজুর রহমান। ৯৩টি দেশীয় ফলজ, ফুলজ ও ঔষধি প্রজাতির ৬,১০০টি গাছ নিয়ে গড়ে ওঠা এই মিয়াওয়াকি আরবান ফরেস্ট নগরের সবুজায়ন বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনশীলতা জোরদার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি আরও স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য ঢাকা গড়ে তোলার যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

প্যারামেট্রিক সাইক্লোন বীমা সেবা নিয়ে শক্তি ফাউন্ডেশন এবং সেনা ইন্সুরেন্স পিএলসি এর মাঝে চুক্তি স্বাক্ষর



উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চিত প্যারামেট্রিক সাইক্লোন বীমা সেবা নিয়ে শক্তি ফাউন্ডেশন এবং সেনা ইন্সুরেন্স পিএলসি গত ২১ জুলাই ২০২৬ (মঙ্গলবার) রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই প্যারামেট্রিক সাইক্লোন বীমা সেবা ডিজাইন এবং সহজলভ্য করার জন্য K.M. Dastur & Company Limited (KMD) এবং People's Courage International (PCI) সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। বাংলাদেশে এরকম বীমা সেবা এটি ই প্রথম। এই প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী ও কক্সবাজার সদর এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ন্যূনতম ১,০০০টি করে এবং নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় ৫০০টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফলে মোট ৩,৫০০টি উপকূলীয় পরিবার

প্যারামেট্রিক ঘূর্ণিঝড় বীমা সুবিধার আওতায় আসবে। এই বীমা সুরক্ষার মেয়াদ ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পূর্বনির্ধারিত আবহাওয়াগত সূচকের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে এই উদ্ভাবনী বীমা ব্যবস্থা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দ্রুত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করবে এবং তাদের পুনরুদ্ধার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এই উদ্যোগটি বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনী বীমা সমাধানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়ন ও বিতরণ অংশীদার হিসেবে শক্তি ফাউন্ডেশন গর্বিত।

লামা, বান্দরবান উপজেলা প্রশাসনের আহ্বানে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে শক্তি ফাউন্ডেশন



বন্যাকবলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ এবং তাদের প্রয়োজনের সময়ে পাশে থাকা শক্তি ফাউন্ডেশনের অঙ্গীকার। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করেছে শক্তি ফাউন্ডেশনের কর্মীরা। এরই ধারাবাহিকতায় লামা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মঈন উদ্দিনের নিকট ১০০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী হস্তান্তর করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে এই সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দুর্যোগের কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করতে শক্তি ফাউন্ডেশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানবিক সহায়তার এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত মানুষের জীবনযাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক করেছে এবং তাদের মধ্যে আশার আলো জাগ্রত করেছে শক্তি ফাউন্ডেশন।

বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে শক্তি ফাউন্ডেশন



দুর্যোগকালীন এই কঠিন সময়ে বন্যাকবলিত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই পাঁচ জেলার ১৮টি উপজেলার ৪,৫০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে শক্তি ফাউন্ডেশন। জরুরি ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, চারদিকে জলাবদ্ধতা ও বৈরী আবহাওয়ার নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে শক্তি ফাউন্ডেশনের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা নিরলসভাবে

কাজ করছেন, যেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায়। বন্যাকবলিত মানুষের জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় প্রস্তুত করা হয়েছে প্রয়োজনীয় ত্রাণ প্যাকেজ। প্রতিটি প্যাকেটে রয়েছে চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, চিনি/গুড়, নিরাপদ খাবার পানি, ওরস্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

"স্বপ্ন করো জয়"



অপার সম্ভাবনা, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং উজ্জ্বল স্বপ্নকে সঙ্গী করে আজকের তরুণরাই গড়ে তুলবে আগামীর বাংলাদেশ। তারাই হবে দেশের ভবিষ্যৎ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি।

এই স্বপ্নপূরণের যাত্রায় নতুন প্রজন্মের পাশে রয়েছে শক্তি ফাউন্ডেশন। কর্মীদের সম্ভাবনাদের শিক্ষা ও স্বপ্নকে উৎসাহিত করতে শক্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কর্মীদের সম্ভাবনাদের এবং তাদের মা-বাবার হাতে শুভেচ্ছা উপহার “স্বপ্ন করো জয়” তুলে দেওয়া হয়।

মরহুম মুরাদ উদ্দিন চৌধুরীর রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল



কেরানীরহাট, চট্টগ্রাম-০২৭০ শাখার সিনিয়র মাইক্রোফাইন্যান্স অফিসার মরহুম মুরাদ উদ্দিন চৌধুরী-এর মৃত্যুতে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় শক্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করা হয়।

একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি ও শোক কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ধৈর্য, শক্তি ও সহনশীলতা প্রার্থনা করা হয়। শক্তি ফাউন্ডেশন মরহুম মুরাদ উদ্দিন চৌধুরীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং এই শোকাবহ সময়ে পরিবারের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

একনজরে শক্তি (জুলাই, ২০২৬)

বিভাগ

৮

জেলা

৫৭

জোন

৪

রিজিয়ন

২৮

এরিয়া

১২৮

ব্রাঞ্চ

৬৩৪

সদস্য

৬,১৬,৩৭৭ জন

স্বামী

৪,৮৬,৭৩৪ জন



সঞ্চয় স্থিতি

১,৭৭৯ কোটি



কর্মী সংখ্যা

৫,৮০০ জন



স্বাস্থ্য

৩,৪৬৬ কোটি টাকা



মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট

১০০ জন



প্রধান কার্যালয়

শক্তি ভবন, বাড়ি নং-০৪, রোড নং-০১, ব্লক-এ, সেকশন-১১ মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা - ১২১৬

যোগাযোগ

+৮৮ ০৯৬১৬-৮৮৮১১১

+৮৮ ০১৮১৮৯৮০৪৭৮

যোগাযোগ

